কমিশন কর্তৃক ১৪/০৯/১১ তারিখে অনুমোদিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	:	০৮
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	তেজগাঁও (ঢাকা) থানা মামলা নং-১১, তাং-৩০/১১/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব এস এম মফিদুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব কে এম সালেহীন, সাবেক পরিচালক, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (যন্ত্র সেল), মতিঝিল, ঢাকা, বর্তমানে-অবসরপ্রাপ্ত; (২) জনাব এম আতিক উল্লাহ, সাবেক উপ-পরিচালক, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (যন্ত্র সেল), মতিঝিল, ঢাকা, বর্তমানে-অবসরপ্রাপ্ত; (৩) জনাব মোঃ ওমর ফারুক, প্রাক্তন উপ-পরিচালক, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (যন্ত্র সেল), মতিঝিল, ঢাকা, বর্তমানে-অবসরপ্রাপ্ত; (৪) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম জামালী, প্রদর্শনী কর্মকর্তা, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (যন্ত্র সেল), মতিঝিল, ঢাকা, বর্তমানে-অবসরপ্রাপ্ত;(৫) জনাব এ কে এম গোলাম মোস্তফা, প্রাক্তন তদন্তকারী, বর্তমানে-সহঃ পরি(চঃ দাঃ), রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (যন্ত্র সেল), মতিঝিল, ঢাকা, বর্তমানে-অবসরপ্রাপ্ত; (৬) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, সাবেক তদন্তকারী, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (যন্ত্র সেল), মতিঝিল, ঢাকা, বর্তমানে-অবসরপ্রাপ্ত।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে ভূয়া ১৪টি প্রতিষ্ঠানের নামে বন্ডেড ওয়ার হাউজ লাইসেন্স, জিআইআর সনদ, বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত রেজি:, ফায়ার সনদ ইত্যাদি তৈরী করে প্রথমে নিয়ন্ত্রন এবং পরর্বীতে নবায়ন দেখিয়ে ১৯৯৯ কোটা বর্ষে সর্বমোট ১১,১৩৬ ডজন মুক্তকোটা বরাদ্দের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	তদন্তে জানা যায় রপ্তানী উন্নযন ব্যুরোতে মুক্তকোটা বরাদ্দের বিষয়টি ১৯৮৬ সাল হতে শুরা হয়ে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। ১৯৮৬ সালে কোটা প্রথা চালু হলেও কোন নীতিমালা/বিধিমালা ছিলনা। সাদা কাগজে দরখাস্তের ভিত্তিতে কোটা বরাদ্দ দেয়া হতো। পরবর্তীতে ১৯৯১ সনে Textile Troade and quota Adminitration Rules, 1991 প্রনয়ন করা হয়। বিধি অনুসরন করেই অভিযোগে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধন ও নবায়ন করা হয়েছে। মুক্তকোটার আল্যোচ ১৪টি প্রতিষ্ঠান নতুন ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত। ইপিবি কোটা রুলস অনুযায়ী দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে প্রায় ৪,০০০ প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধন ও কোটা বরাদ্দ দেয়া (১৯৮৬ হতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত)। তম্মধ্যে ১৪টি প্রতিষ্ঠান এর কাগজপত্রে ক্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় ইপিবি কর্তৃক তাদের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। আলোচ্য ১৪টি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল এবং কোটা বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসামীগনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অনুমোদন।